আজ ৬ ডিসেম্বর, মেহেরপুর মুক্ত দিবস

আজ শুক্রবার (৬ডিসেম্বর) স্বাধীনতার সূতিকাগার বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী মুজিবনগর খ্যাত মেহেরপুর মুক্ত দিবস। ১৯৭১ সালের এই দিনে পাক হানাদার বাহিনীর দখল মুক্ত হয়েছিল স্বাধীনতারআঁতুড়ঘর ঐতিহাসিক মেহেরপুর জেলা। মুক্তিযোদ্ধাদেরগেরিলা হামলায় পিছুহাঁটা পাক হানাদার বাহিনীর শেষ দলটি ৫ ডিসেম্বর বিকেল থেকেগোপনে মেহেরপুর ছাঁড়তে থাকে। পরের দিন ৬ ডিসেম্বর মেহেরপুর জেলা হানাদার মুক্ত হয়।

এরআগে ২ ডিসেম্বর, জেলার গাংনী উপজেলা পাক হানাদার মুক্ত হলে শিকারপুরে (ভারত) অবস্থিতমুক্তি বাহিনীর অ্যাকশন ক্যাম্পের ক্যাপ্টেন তৎকালীন মেহেরপুর মহকুমা প্রশাসক (এসডিও)তৌফিক ইলাহী চৌধুরী হাটবোয়ালিয়ায় এসে মুক্তিবাহিনীর ঘাঁটি স্থাপন করেন। মিত্রবাহিনীও মুক্তিবাহিনী সম্মিলিতভাবে ৫ ডিসেম্বর মেহেরপুরে প্রবেশ করেন। সীমান্তে পাকবাহিনীরস্থাপন করা অসংখ্য মাইন অপসারণের মধ্য দিয়ে মেহেরপুর পুরোপুরিভাবে হানাদার মুক্ত হয় ৬ডিসেম্বর।

ওই দিন মেহেপুরের জনসাধারণ এবং আপামর মুক্তিযোদ্ধারা সর্বস্তরের লোক একযোগে রাস্তায় নেমে আনন্দ-উল্লাসকরেন। এর আগে, তৎকালিন সময়ে ছাত্র-জনতা, আনসার-মুজাহিদদের নিয়ে মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় মুজিবনগর আম্রকাননে ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথমসরকার শপথ গ্রহন করে।

মেহেরপুরমুক্ত দিবসের স্মৃতিচারণ করে যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মজিদ পাতান জানান, ১৯৭১সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে প্রথম সরকারে শপথ গ্রহণের পর মেহেরপুর কার্যত হানাদার বাহিনীরলক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হয়। সে অনুযায়ী ১৮ এপ্রিল দুপুরে পাকিস্থানি হানাদার বাহিনী অস্ত্রশস্ত্রেসজ্জিত হয়ে চুয়াডাঙ্গা থেকে সড়ক পথে মেহেরপুর প্রবেশ করার সময় সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামে উপুর্যপুরি হামলা চালায়। এর এক সপ্তাহের মধ্যে মেহেরপুর সরকারি কলেজ, ভোকেশনালট্রেনিং ইন্সটিউট ও কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিলসহ তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাক বাহিনী তাঁদেরশক্তিশালী দুর্গ গড়ে তোলে। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধে দিশেহারা পাক সেনারা মেহেরপুরথেকে

পালাবার সময় দিনদত্ত ব্রিজ, খলিশাকুন্ডি ও তেরাইল ব্রিজ এবং বৈদ্যুতিকসহ বিভিন্নস্থাপনা ধ্বংস করে।

তিনি জানান, দীর্ঘ ৯মাস মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধের মুখে ৫ ডিসেম্বর রাত থেকেই পাক বাহিনী গোপনেমেহেরপুর ছেড়ে পালাতে থাকে। ৬ ডিসেম্বর সকালে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী মেহেরপুর শহরেপ্রবেশ করলে অবরুদ্ধ জনতা তাদের সঙ্গে বিজয়ের উল্লাসে যোগ দেয়। এদিন লাল-সবুজের পতাকাটাঙ্গিয়ে দেয় স্বাধীনতাকামি জনতা। সাবেকমুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা সামসুল আলম সোনা জানান, মহান মুক্তিযুদ্ধকালে জেলারভাটপাড়া থেকে অনতিদূরে সাহারবাটি টেঁপুখালি, হিন্দা, লক্ষ্মী নারায়ণপুর, ধলা,গাড়াবাড়িয়া, জোড়পুকুরিয়া, ভোমরদহ, ধর্মচাকীর বহু মানুষ গনহত্যার শিকার হন। ৬ ডিসেম্বরসকাল থেকে লাল-সবুজ পতাকায় মুখরিত হয়ে ওঠে মেহেরপুর।

মেহেরপুর মুক্ত দিবস উপলক্ষে আজ শুক্রবার (৬ ডিসেম্বর) সারাদিন এ জেলায় বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছেজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল। সকাল সাড়ে ৮টার সময় মেহেরপুর সরকারি কলেজ মোড় অবস্থিতকেন্দ্রীয় শহীদ স্মৃতিসৌধে পুস্পস্তবক অর্পণ, সকাল ৮ টা ৪৫ মিনিটের সময়ে কলেজ মোড় এলাকা থেকে জেলা শিল্পকলা একাডেমি মোড় পর্যন্ত র্যালি, সকাল ৯ টার সময়ে শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে দিবসটি পালন উপলক্ষে আলোচনা সভা করা হবে।

গাংনী হানাদার মুক্ত দিবস উপলক্ষে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের আলোচনা সভা

শহীদদের স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণসহ আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে আজ বৃহস্পতিবার গাংনী মুক্ত দিবস পালন করা হয়েছে।

১৯৭১ সালের ৫ ডিসেম্বর মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার জন্য একটি গৌরবময় দিন। এই দিনে মুক্তিযোদ্ধারা গেরিলা হামলা চালিয়ে পাক

হানাদার বাহিনীর সদস্যদের গাংনী উপজেলা থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেন।

দিবসটি উপলক্ষে আজ সকাল সাড়ে ১০টায় গাংনী উপজেলা মুক্তিযুদ্ধ কমপ্লেক্স চত্বরে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিবসের কর্মসূচি শুরু হয়।

পতাকা উত্তোলন করেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা। এ সময় উপস্থিত ছিলেন গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল, গাংনী উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের সাবেক কমান্ডার শামসুল আলম সোনা প্রমুখ। পরে মুক্তিযুদ্ধ কমপ্লেক্সে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে আয়োজিত আলোচনা সভায় সম্মানিত অতিথি হিসেবে যোগ দেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল। এসময় বক্তব্য রাখেন, বীরমুক্তিযোদ্ধা মতিয়ার রহমান, হিসাব উদ্দীন মাস্টার, ইদ্রিস হোসেন, রায়হানুল কবীর, আলী হোসেন, গুরুদাশ হালদার, আব্দুর রউফ, আবুল হোসেন, মুক্তিযোদ্ধার সন্তান প্রজন্ম কমান্ডের গাংনী শাখার আহবায়ক কামরুজ্জামান প্রমুখ। এর আগে মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স চত্তরে অবস্থিত স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তরুণ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে মুক্তিযোদ্ধাদের। কোনোভাবেই ইতিহাস যাতে বিকৃতি না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

বীর মুক্তিযোদ্ধা সামসুল আলম সোনা বলেন, ১৯৭১ এর ৫ ডিসেম্বর মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ক্যাম্পগুলোতে একযোগে হামলার পরিকল্পনা করেন। সে অনুযায়ী ৫ ডিসেম্বর মুক্তিযোদ্ধারা কড়ুইগাছি, রাইপুর-শিমুলতলা, কুঞ্জনগর, ঝোড়পাড়া, শহড়াবাড়িসহ কয়েকটি গ্রাম থেকে মুক্তিযোদ্ধারা গাংনী বাজারে রওনা হয়ে গোপালনগরে একত্র হন। মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিভিন্ন ক্যাম্পে একযোগে অভিযান চালান। এরপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সদস্যরা কুষ্টিয়া রওনা হওয়ার পথে শুকুরকান্দির এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের অপর একটি দল তাদের ওপর হামলা চালায়। এতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বেশ কয়েকজন সদস্য নিহত হয়। এরপর

পাকিস্তানি সেনারা চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়া হয়ে পালিয়ে যায়। এভাবেই গাংনী উপজেলা হানাদারমুক্ত হয়।

মেহেরপুরে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের ক্রীড়া উৎসব

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়াধীন ক্রীড়া পরিদপ্তরের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচী ২০২৪-২০২৫ এর আওতায় বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের ক্রীড়া উৎসব ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (৬ ডিসেম্বর) এগারোটার সময় জেলা ক্রীড়া অফিস ও জেলা স্টেডিয়ামে এ ক্রীড়া উৎসবের আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া অফিসার মোঃ আরিফ আহমেদ সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ পরিদর্শক মোঃ মাসুদুর রহমান, সদর উপজেলা সমাজসেবা অফিসার মোঃ মাহামুদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ ইমদাদুল হক।

প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকর্তা তুলসী কুমার পালের সার্বিক সহযোগিতায় আরো উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা ফুটবল কোর্স আব্দুল মালেক।

পরে ছেলেদের ফুটবল খেলা, ছেলেদের ১০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায়, মেয়েদের ১০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতা, বিস্কুট দৌড় প্রতিযোগিতা, দড়ি খেলা, মোরগ লড়াই অনুষ্ঠিত হয় এবং বিজয়ীদের মাঝে খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুরে সরকারি ভাবে ধান চাল ক্রয়ের উদ্বোধন

আনুষ্ঠানিকভাবে অভ্যন্তরীণ আমন ধান-চাল সংগ্রহ অভিযান শুরু হয়েছে। আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত সংগ্রহ করা হবে।

ধান-চাল সংগ্রহ উপলক্ষে আজ বৃহস্পতিবার (৬ ডিসেম্বর)সকাল ১০ টার দিকে সদর উপজেলা খাদ্য গুদাম ঘর চত্বরে মেহেরপুর জেলা খাদ্য বিভাগ এ উদ্বোধন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক এম এম ইকবাল হোসেনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন- সদর উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (ভারপ্রাপ্ত) দেবদূত রায়, জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ্ আল মামুন, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মেহেরপুর জেলা আহ্বায়ক ইমতিয়াজ আহমেদ, কৃষক মহিদুল ইসলাম, খুশি রাইচ মিলের সত্বাধিকারী আজিরুল ইসলাম।

কৃষক মহিদুল ইসলাম বলেন, বর্তমানে খোলা বাজারেই প্রতিমণ ধান বিক্রি হচ্ছে ১ হাজার ৩শ টাকা থেকে ১ হাজার ৪শ টাকা দরে। সরকার নির্ধারিত ধানের মূল্য ১ হাজার ৩২০ টাকা। এজন্য কৃষকরা সরকারি গুদামে ধান বিক্রি করতে আগ্রহ প্রকাশ করছে না। সরকারি গুদামে ধান বিক্রি করলে একসাথে টাকা পাওয়া যায়। সেজন্য কিছু কৃষক সরকারি গুদামে ধান বিক্রি করে বলে তিনি বলেন। কীটনাশক, সারসহ ধান চাষে খরচ বেড়েছে। সরকরিভাবে ধানের দাম বাড়ানোর দাবি জানান তিনি।

খুশি রাইস মিলের সত্বাধিকারী আজিজুল ইসলাম বলেন, বর্তমান বাজারে ধানের বাজার দর বেশি। সরকার নির্ধারিত দামে গুদামে চাল দিলে লাভ হয় না। তিনি চালের দাম বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন। এই মৌসুমে ৫০ শতাংশ থেকে ৬০ শতাংশ চাল দেয়ার আশা প্রকাশ করেন।

জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক এম এম ইকবাল হোসেন তার বক্তব্যে বলেন-জেলায় ৪৭ টাকা কেজি দরে ১০৯৫ মেট্রিক টন চাল, ৩৩ টাকা কেজি দরে ১৯৪১ মেট্রিক টন ধান সংগ্রহের কার্যক্রম চলবে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ বলেন – কৃষকের কথা বিবেচনা করে এই মৌসুমে ধান ১ টাকা এবং চালের মূল্য ২ টাকা করে বাড়ানো হয়েছে।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আমঝুপি খাদ্য গোডাউন কর্মকর্তা রেবেনা পারভিনসহ কৃষক ও চালকল মালিক সমিতির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনী উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক চপল বিশ্বাস মারা গেছেন

গাংনী উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক ও বিশিষ্ট রড সিমেন্ট ব্যবসায়ী মালেক হোসেন চপল বিশ্বাস (৪৬) স্ট্রোকজনিত কারনে কুষ্টিয়া হার্ট এন্ড জেনারেল হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রজিউন।

চপল বিশ্বাসের স্ত্রী, দুই ছেলে, এক মেয়ে, ভাই-বোন,আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধবসহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রয়েছে। চপল বিশ্বাসের বড় ভাই বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও মেহেরপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক আব্দুল আওয়াল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, আজ রাত ৮ টার দিকে হঠাৎ বুকে ব্যাথা অনুভব করলে তাঁকে দ্রুত কুষ্টিয়া মান্নান হার্ট এন্ড জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় সে। চপল বিশ্বাস গাংনী উপজেলার বামন্দী বাজারের মৃত আব্দুল বারীর ছেলে ও বিশিষ্ট রড সিমেন্ট ব্যবসায়ী। তবে, কখন তাঁর নামাজে জানাযা অনুষ্ঠিত হবে এখনো নির্ধাারিত হয়নি। আজ বৃহস্পতিবার বামন্দী কেন্দ্রীয় গোরস্থানে তাঁর দাফন সম্পন্ন হবে বলে পারিবারিকভাবে জানা গেছে।

এদিকে চপল বিশ্বাসের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

এই রাজনৈতিক নেতার মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুন, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন, জেলা বিএনপির সহসভাপতি

শিল্পপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন, গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল হক, সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক মনিরুজ্জামান গাড্ডু, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ও গাংনী পৌর বিএনপির সভাপতি মোরাদ আলীসহ বিএনপি ও অঙ্গসহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। এছাড়া বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দও শোক জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, মালেক হোসেন চপল বিশ্বাস এলাকার জনপ্রিয় একজন রাজনৈতিক নেতা ও সমাজ সেবক ছিলেন। বিভিন্ন সামাজিক ও ধমীয় প্রতিষ্ঠানে বিভিন্নভাবে সহযোগীতা করতেন। এছাড়া অসহায় নির্যাতিত ও নিপীড়িত মানুষের সাহায্যে হাত বাড়িয়ে দিতেন।

বিগত আওয়ামীলীগের শাসন আমলে তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক মিথ্যা মামলা হয়েছে। সেসব মামলায় একাধিকবার কারাবরণ করেছেন।

গাংনীতে পাঙ্গাস মাছ চাষ প্রদর্শনীর উপকরণ বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনীতে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যান সমিতির অধীনে সংগঠিত সংস্থার সমন্বিত কৃষি ইউনিটের মৎস্য খাতের আওতায় উত্তম ব্যবস্থাপনায় অফ-ফ্লেভার মুক্ত পাঙ্গাস মাছ চাষ প্রদর্শনীর উপকরণ বিতরণ করেছে সংস্থাটি।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোঃ রোকনুজ্জামান, পিএসকেএসের উপ-পরিচালক মোঃ কামরুল আলম, পিএসকেএসের মৎস্য কর্মকর্তা মোঃ ইকরামুল হাসান ও সহকরী মৎস্য কর্মকর্তা মোঃ খালেদ কবির সহ সমন্বিত কৃষি ইউনিটের সদস্যবৃন্দ।

উক্ত অনুষ্ঠান হতে মৎস্য চাষীদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়।

গাংনীতে উচ্চ ফলনশীল ধান বীজ ও উপকরণ বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনীর পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)-এর সমন্বিত কৃষি ইউনিট কৃষি খাতের আওতায় উচ্চ ফলনশীল নতুন জাতের ধান বীজ বিতরণ করা হয়েছে।

উচ্চ ফলনশীল ধান ১০২ও ১০৮ এর বীজ ও উপকরণ ৮জন সদস্যের মাঝে উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। উপকরণের মধ্যে ছিল বীজ, জৈব ও রাসায়নিক সার, ফেরমন লিওর ইত্যাদি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপ-পরিচালক মোহা: কামরুল আলম পিএসকেএসের সমন্বিত কৃষি ইউনিটের সকল কর্মকর্তাগণ সকল কর্মকর্তা বৃন্দ।

গাংনীতে ইয়াবাসহ দুই মাদক ব্যবসায়ী আটক

১০০ পিচ ইয়াবাসহ দুই মাদক বিক্রেতাকে আটক করেছে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)।

আটকরা হলেন, গাংনী উপজেলার জালশুকা গ্রামের জামসেধ আলীর ছেলে মোঃ শহিদুল ইসলাম (৩৭) ও চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গ উপজেলার হাঁপানিয়া গ্রামের ইকরামুল হকের ছেলে সুইট (২৮)।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা শাখার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, আজ বুধবার (৪ ডিসেম্বর) ভোররাতের দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর পেয়ে নেতৃত্বে এসআই (নি:) আশরাফুল ইসলাম ও

সঙ্গীয় অফিসার ফোর্সসহ গাংনী উপজেলার জলশুকা গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করে। এসময় তাদের কাছ থেকে ১০০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট জব্দ করা হয়। গ্রেফতারকৃত আসামী শহিদুল ইসলাম শিক্ষকতা পেশার অন্তরালে মাদক ব্যবসা করে আসছিলো।

গ্রেফতারকৃত আসামীদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

মুজিবনগরে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন

মেহেরপুরের মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রী কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার সকালে মুজিবনগর ডিগ্রী কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ইসমাইল হোসেন প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্হিত থেকে এই প্রযোগিতার উদ্বোধন করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য সচিব রেজাউল হক, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার প্রধান উপদেষ্টা মফিজুল ইসলাম, কলেজের শিক্ষক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ও হিসাববিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক হেলাল উদ্দিন সহ কলেজের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ।

মেহেরপুরে ভোক্তা অধিকারের অভিযানে ৬৬ হাজার টাকা জরিমানা আদায়

মেহেরপুরে নির্ধারিত দামের চেয়ে অধিক মুল্যে সার বিক্রী করা এবং পণ্যের মোড়কে মূল্য তালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে মেহেরপুর শহরের তিন ব্যবসায়ীর ৬৬ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (৩ ডিসেম্বর) বিকালে মেহেরপুর শহরের বড় বাজার এলাকায় জেলা জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ এই অভিযান চালান।

সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে অধিক মুল্যে সার বিক্রয়, সার কেনা- বেচার ভাউচার প্রদান ও সংরক্ষণ না করা, মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য রাখাসহ বিভিন্ন অনিয়মের প্রমাণ পাওয়ায় যায়। যা কৃষকের সাথে জুলুম আইনের পরিপন্থি কাজ। এসমস্ত অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির মালিকের নিকট থেকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪০ ধারায় ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এদিকে কেয়া স্টোর এবং নিউ কেয়া স্টোরে অভিযান চালিয়ে মোড়কে মূল্য তালিকা না থাকার অভিযোগে নিউ কেয়া ষ্টোরের এর মালিক হাফিজুর রহমানের কাছ থেকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৭ ধারে ৮ হাজার টাকা এবং কেয়া স্টোরের মালিক আজিজুল হকের নিকট থেকে একই ধারায় ৮ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযানে অন্যদের মধ্যে জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা রিয়াজ মাহমুদ উপস্থিত ছিলেন।